সাবেকডাঙ্গা মনুমেন্টের শিল্পশৈলী ও অলংকরণ

ভূমিকা :

পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় স্থাপত্যচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। এসময় বাংলার মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যে বেশকিছু লক্ষ্যনীয় পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। এ সময়ে স্থাপত্য চর্চায় অভ্যন্তরীণ বাহ্যিক আকৃতি প্রকৃতিগত এবং অলংকরণ উভয় ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট পরিবর্তনের ধারার সূত্রপাত শুরু হয়।

বাগেরহাটের বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ৬ কি.মি. দূরে সাবেকডাঙ্গা নামক গ্রামের প্রাচীন ধ্বংসস্তুপ থেকে ইটের তৈরি আয়তাকার ছোট আকৃতিতর একটি কাঠামো আবিষ্কৃত হয়। সাবেকডাঙ্গা প্রার্থনা কক্ষ নামে স্থানীয় ভাবে সুপরিচিত প্রাচীন কাঠামোর মধ্যে কোন উৎকীর্ণ লিপি না থাকায় স্থাপনা নির্মাণের প্রকৃত সময়কাল সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়না। অসাধারণ কারুকার্য শোভিত ছোট আকৃতির এই স্থাপত্য কাঠামোর প্রকৃত ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নিয়ে রয়েছে বিতর্ক, তবে এই স্থাপত্য কাঠামোর অভ্যন্তরীণ শিল্পশৈলী ও অলংকরণ সবাইকেই মুগ্ধ করে। খ্যাতিমান প্রত্নতত্ত্ব বিদ আহমেদ হাসান দানি এবং অন্যান্য অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ ইটের তৈরি, এই ধরণের স্থাপনাকে সুলতানি গৌড় এবং ইম্পেরিয়াল দিল্লির স্থাপত্যিক প্রভাবের সংমিশ্রণ বলে মত প্রকাশ করেন। দিল্লির তুঘলক স্থাপত্যের সাথে সাধারণ বাঙালি স্থাপত্যের অপূর্ব এক সংমিশ্রণ ঘটেছে।

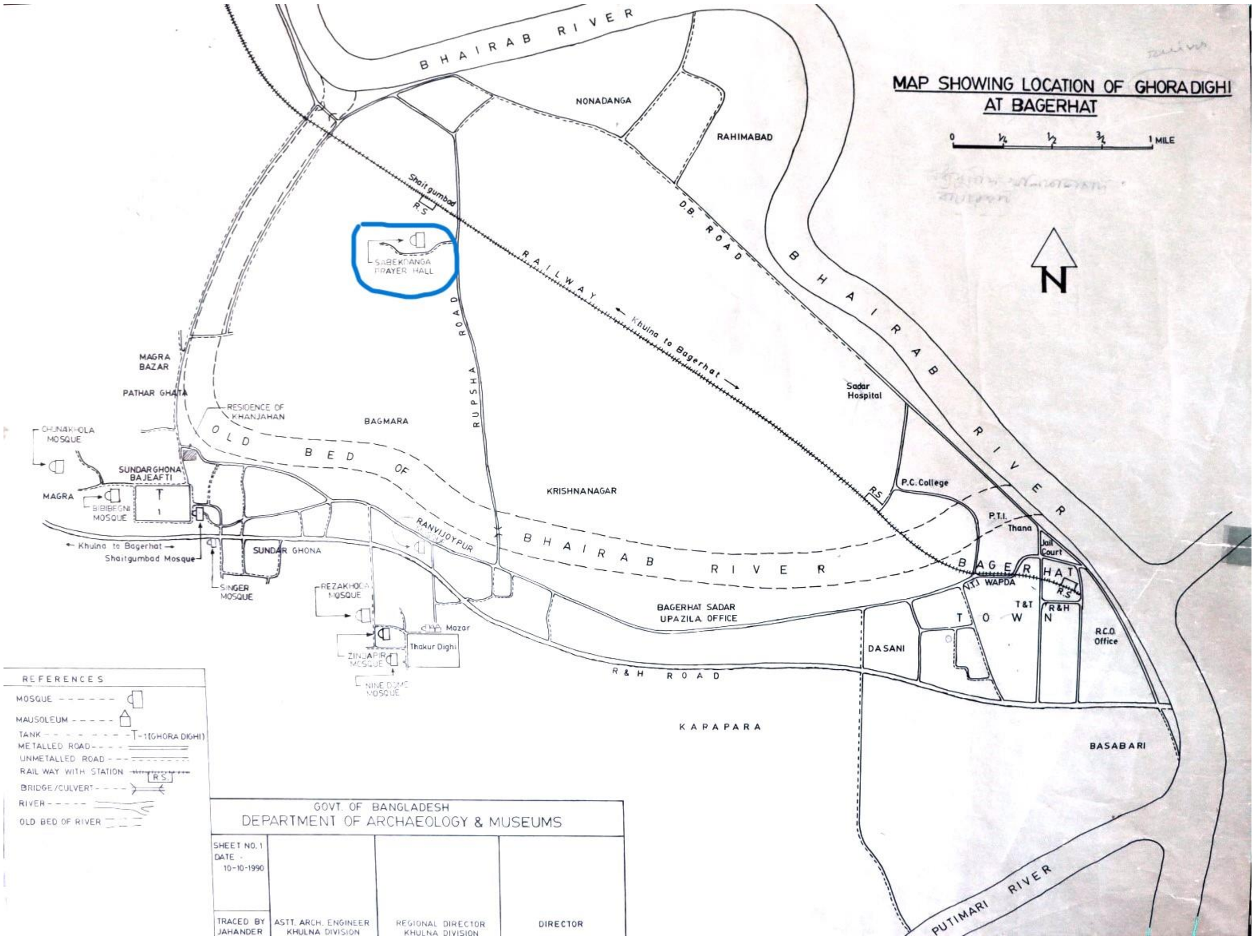
MAP SHOWING LOCATION OF GHORA DIGHI AT BAGERHAT
0
¼
½
¾
1 MILE
N
BHAIRAB RIVER
NONADANGA
RAHIMABAD
Shaitgumbad R.S.
SABEKDANGA PRAYER HALL
RAILWAY
Khulna to Bagerhat
D.B. ROAD
RUPSHA ROAD
MAGRA BAZAR
PATHAR GHATA
RESIDENCE OF KHANJAHAN
CHUNAKHOLA MOSQUE
SUNDARGHONA BAJEAFTI
MAGRA
BIBIBEGNI MOSQUE
Khulna to Bagerhat
Shaitgumbad Mosque
SUNDAR GHONA
SINGER MOSQUE
BAGMARA
OLD BED OF BHAIRAB RIVER
RANVIJOYPUR
KRISHNANAGAR
REZAKHODA MOSQUE
Mazar
Thakur Dighi
ZINDAPIR MOSQUE
NINE DOME MOSQUE
Sadar Hospital
P.C. College
R.S.
P.T.I.
Thana
Jail
Court
BAGERHAT
WAPDA
T&T
R&H
TOWN
R.C.O. Office
BAGERHAT SADAR UPAZILA OFFICE
DASANI
R & H ROAD
KARAPARA
BASABARI
PUTIMARI RIVER
REFERENCES
MOSQUE
MAUSOLEUM
TANK T-1 (GHORA DIGHI)
METALLED ROAD
UNMETALLED ROAD
RAIL WAY WITH STATION
R.S.
BRIDGE/CULVERT
RIVER
OLD BED OF RIVER
GOVT. OF BANGLADESH
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY & MUSEUMS
SHEET NO. 1
DATE - 10-10-1990
TRACED BY JAHANDER
ASTT. ARCH. ENGINEER KHULNA DIVISION
REGIONAL DIRECTOR KHULNA DIVISION
DIRECTOR

বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট এর বিভিন্ন পুরাকীর্তির অবস্থান মানচিত্রে সাবেক ডাংগা মনুমেন্ট

আয়তক্ষেত্রাকার ভূমি কল্পনায় নির্মিত স্থাপত্য কাঠামোটি বাইরের দিকে এটি উত্তর-দক্ষিণে ৭.৮ মিটার লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫.১০ মিটার চওড়া। দেয়ালের পুরুত্ব ১.৪৮ মিটার। দক্ষিণ দিকে থাকা একমাত্র প্রবেশদ্বার ব্যতীত এককক্ষ বিশিষ্ট এই স্থাপনায় আর কোন দরজা বা জানালা নেই।

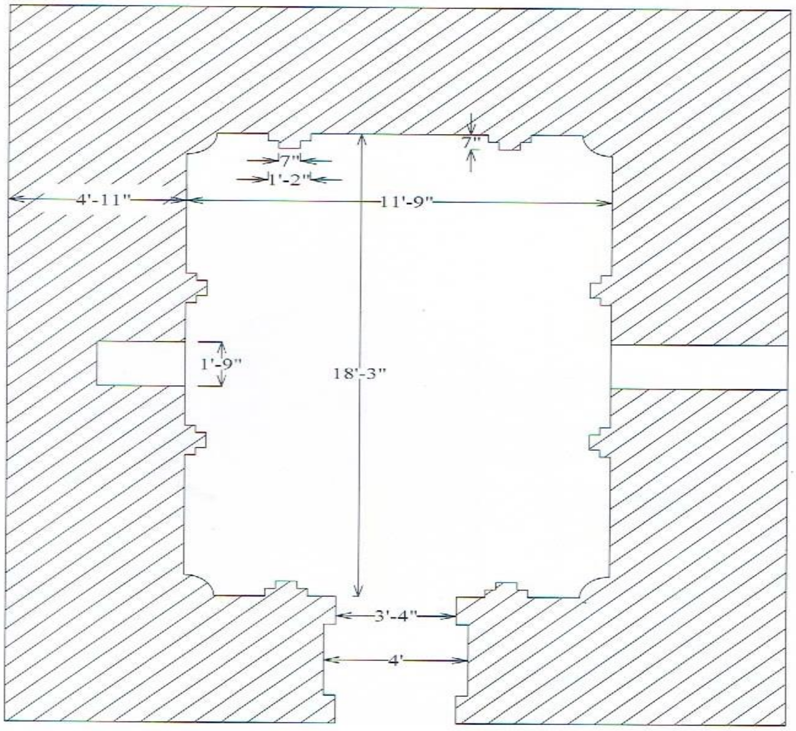

লাল পোড়া ইট ও চুন সুরকির মসলার গাথুনিতে নির্মিত অসাধারণ কারুকার্য শোভিত স্থাপত্য কাঠামোতে দিল্লির তুঘলক স্থাপত্যের সাথে সাধারণ বাঙালি স্থাপত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। বর্গাকার খিলানযুক্ত একটি ছাদ দ্বারা কাঠামোটির উপরিভাগ আচ্ছাদিত। যা দেখতে অনেকটা আবাহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী চৌচালা কুঁড়ে ঘরের আদলে নির্মিত। এর কার্নিসগুলি ধনুকের মতো বাঁকা। স্থাপনার অভ্যন্তরীণ দেয়াল গুলো চমৎকার ও দৃষ্টিনন্দন ফুল এবং লতাপাতার অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকচিত্র দ্বারা শোভিত। লবনাক্ততার বিরূপ প্রভাবেও স্থাপনার অভ্যন্তরীণ শিল্পশৈলী ও অলংকরণ এখনো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

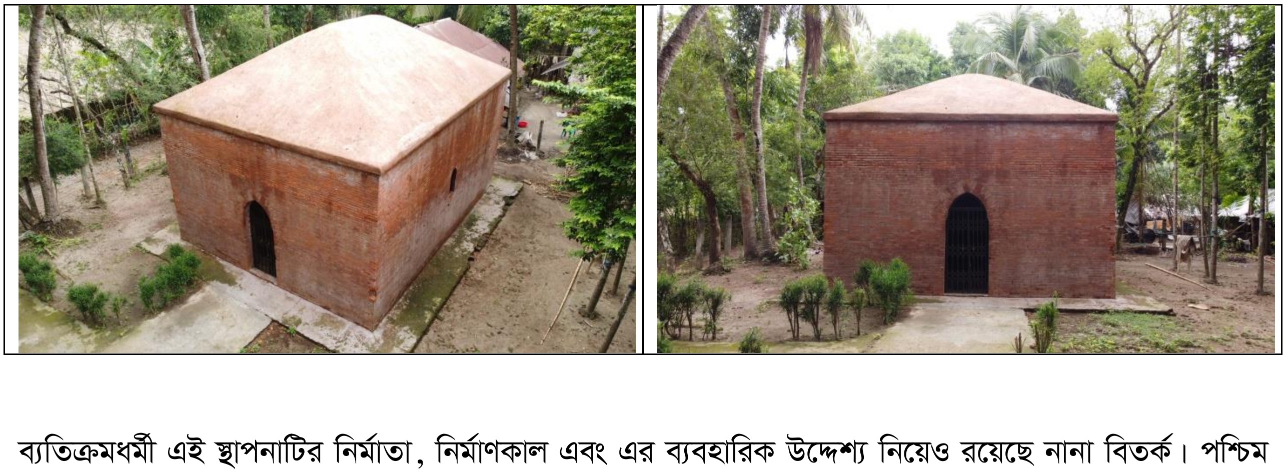

ব্যতিক্রমধর্মী এই স্থাপনাটির নির্মাতা, নির্মাণকাল এবং এর ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক। পশ্চিম পাশের প্রাচীরের গাঁথুনির ভিতরে কাটা উভয়পাশে অষ্টভুজাকার একটি আয়তাকার কুলুঙ্গিকে অনেকেই মিহরাব বলে মনে করেন। যদিও অনেকেই তথাকথিত এই মেহরাবটিকে পরবর্তীকালে সংযোজিত বলে মনে করেন। স্থানীয়

প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী এই স্থাপনাটি উলুঘ (র:) খান জাহান আলীর উপাসনালয় বা তপঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। যদিও এক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভিন্নমত পোষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, এটি প্রথম দিকে মসজিদ ছিল না। আবার কেউ কেউ স্থাপনাটিকে মন্দির হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদেও ধারণা এটি মন্দির বা মসজিদ নয় বরং উপাসনার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

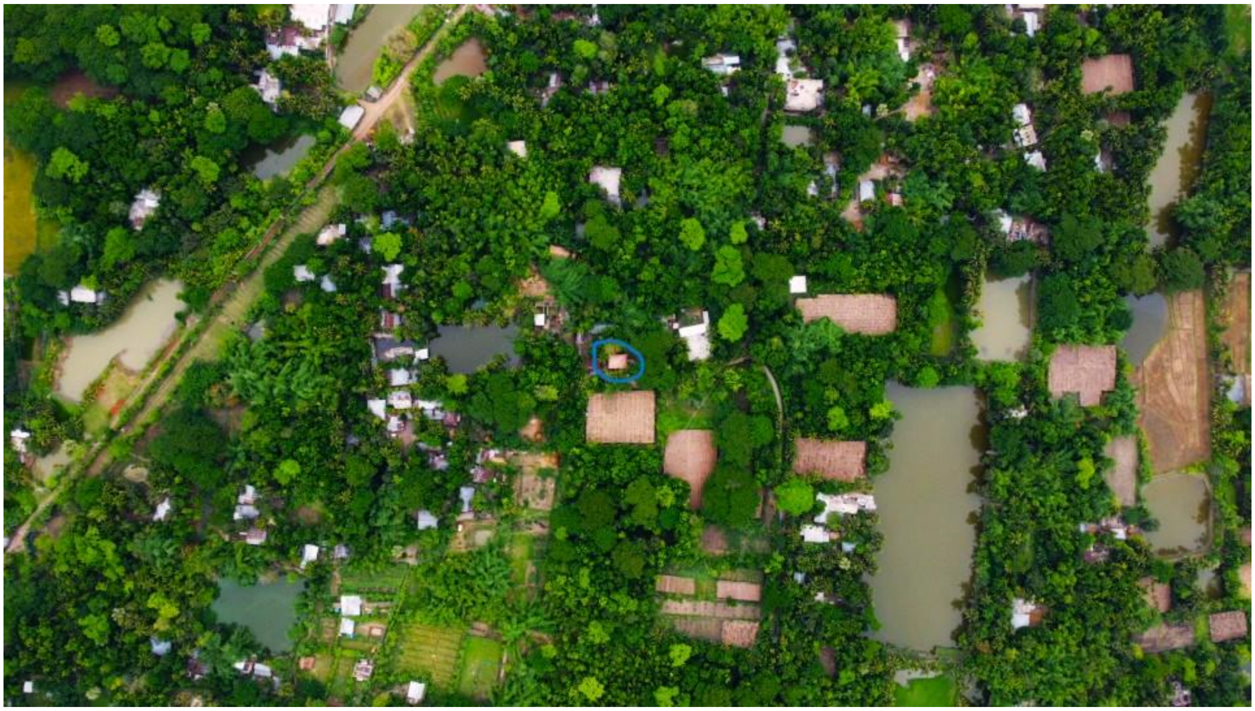

আকাশ আলোকচিত্রে সাবেডাঙ্গা গ্রামসহ মনুমেন্ট দৃশ্য

অলংকরণ ও শিল্পশৈলী

পুরো স্থাপনার অভ্যন্তরীণ দেয়ালগাত্র অলঙ্করণের ক্ষেত্রে কাঠামোটি অনন্য। পুরো স্থাপনা সজ্জিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে পোড়ামাটির তৈরি অলংকৃত ইট ও ফলকচিত্র। অসাধারণ অলংকরণ শৈলী প্রার্থনা কক্ষের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ভিতরের দেয়ালের পৃষ্ঠটি ভল্ট সিলিংয়ের ঠিক নীচে কোণ থেকে প্রশস্ত বাঁকা খাঁজ দেখায়। পূর্ব এবং পশ্চিমের দেয়ালের এই খাঁজগুলিতে একই রকম অলঙ্করণের মোটিফ রয়েছে। এতে ডবল ইন্টারসেক্টিং স্ক্রোল রয়েছে-লুপ তৈরি করে যা একটি জটিল ইন্টারলকিং প্যাটার্ন দ্বারা পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত করেছে। প্রতিটি লুপের ভিতওে রয়েছে একটি করে পোড়ামাটির দৃষ্টিনন্দন রোসেট।

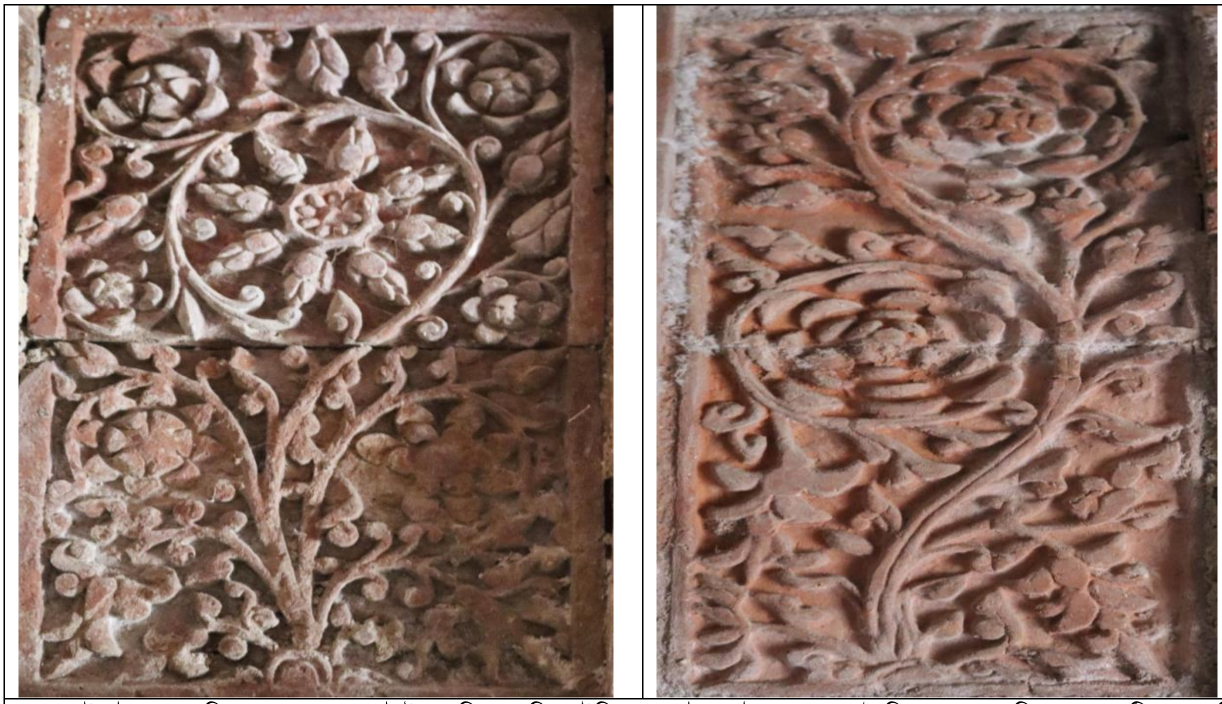

মনুমেন্টের উত্তর ও দক্ষিণ পাশের দেয়ালে ইন্টারলেফিং ফোলিজ ট্রেন্ডিল বা প্লেইন লাইনের ছন্দময় রৈখিক নকশা অংকিত পোড়ামাটির ফলকচিত্র।

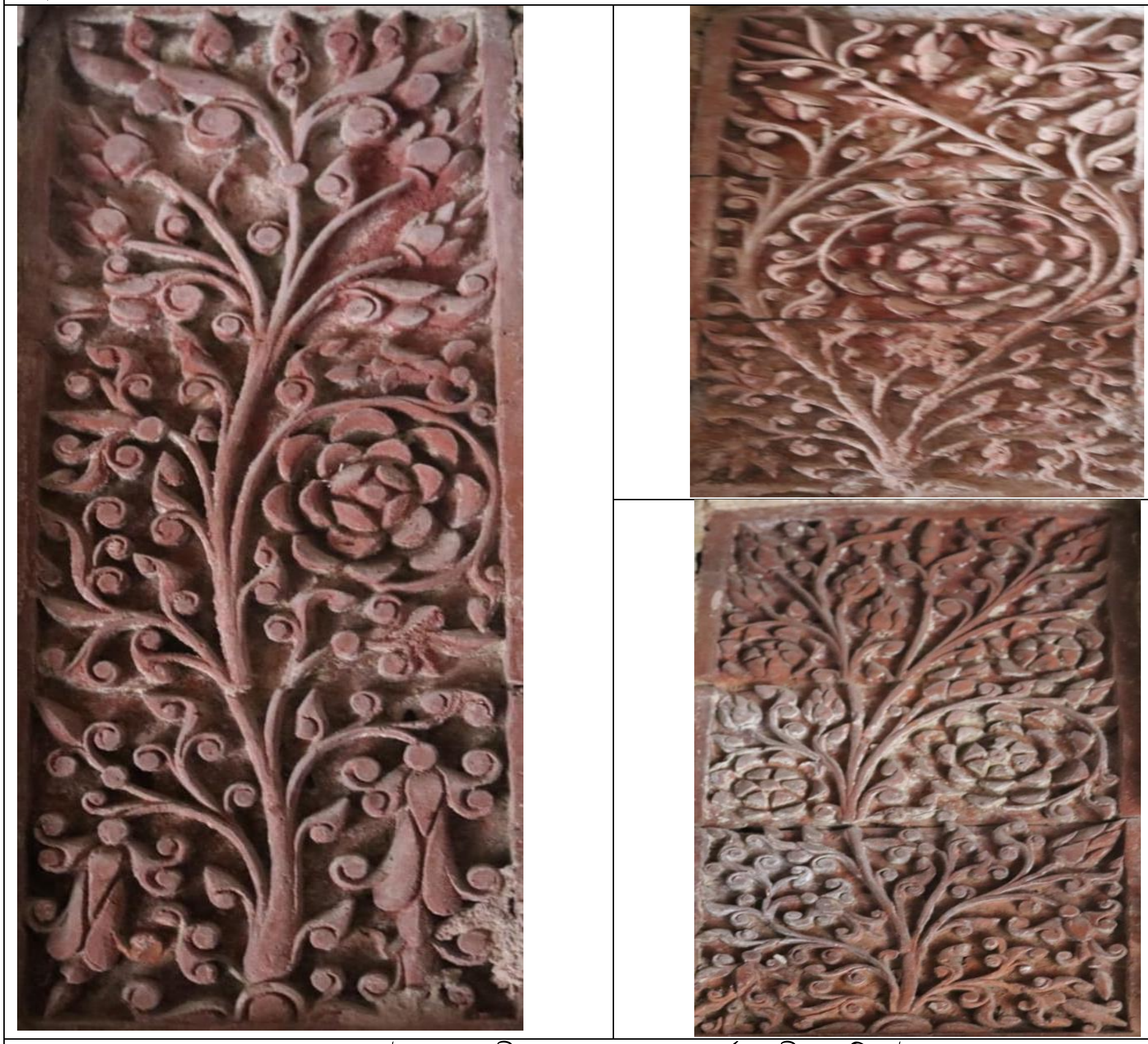

সাবেকডাঙ্গা মনুমেন্টের অভ্যন্তরীন দেয়ালের শোভাবর্ধনকারী ফোলিয়েট অলংকরণ।

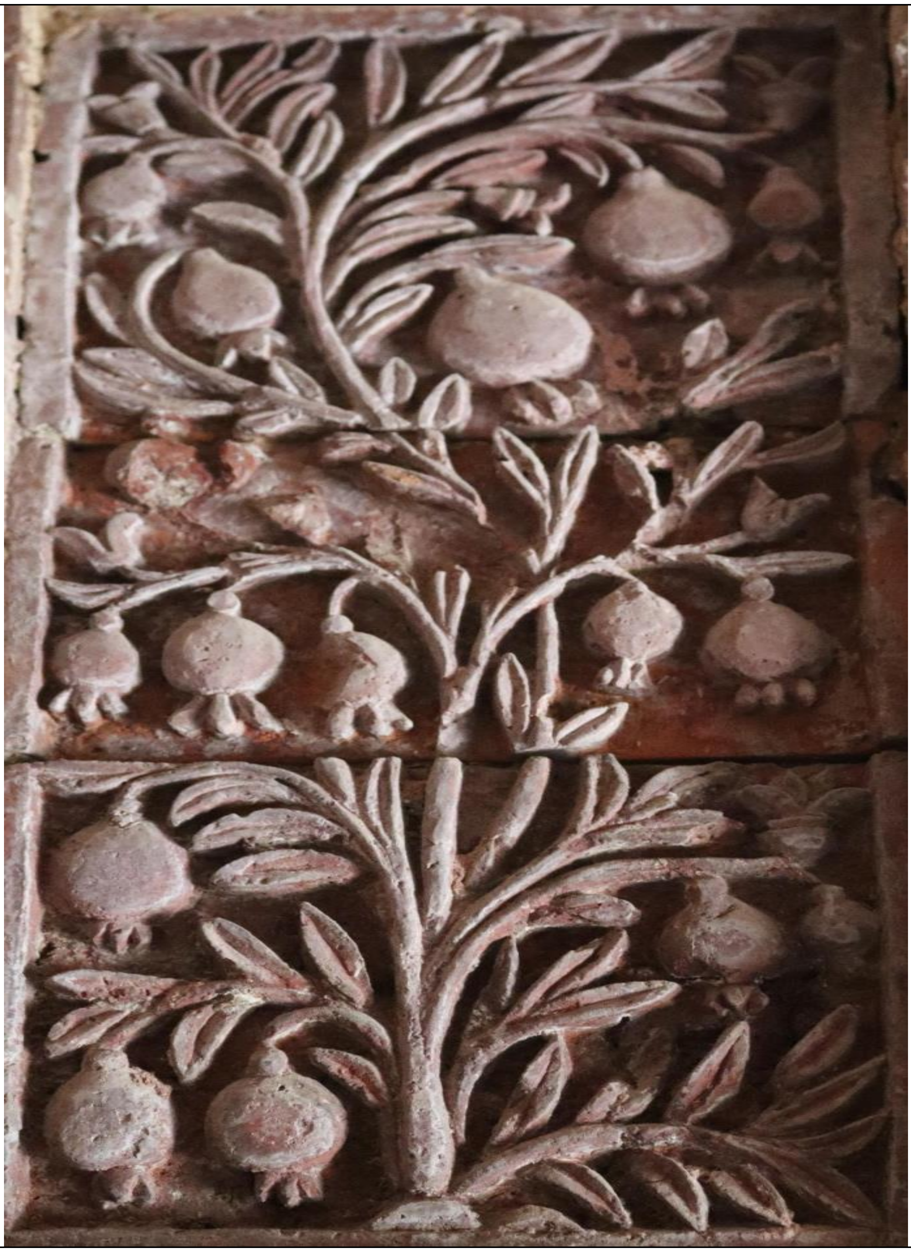

সাবেকডাঙ্গা মনুমেন্টের দেয়ালের সংযুক্ত আয়তক্ষেত্রকার প্যানেল ফ্রেমে স্বর্গীয় ফল আনার (ডালিম)

উত্তর এবং দক্ষিণের দেয়ালে একটি সর্পিল লতাকে চিত্রিত করে পোড়ামাটির ফলকচিত্র যার প্রতিটি আবর্তনে একটি রোসেট রয়েছে। পশ্চিম পাশের দেয়ালেও অনুরূপ আলংকারিক ফোলিয়েট নকশা দেখায়। দরজা এবং মিহরাবের উভয় পাশে উপরের রেজিস্টারটি একটি বড় আয়তক্ষেত্রকার প্যানেলে সাজানো হয়েছে, পাশাপাশি থাকা দুটি ছোট প্যানেলে একটি আরেকটির উপরে রাখা হয়েছে।

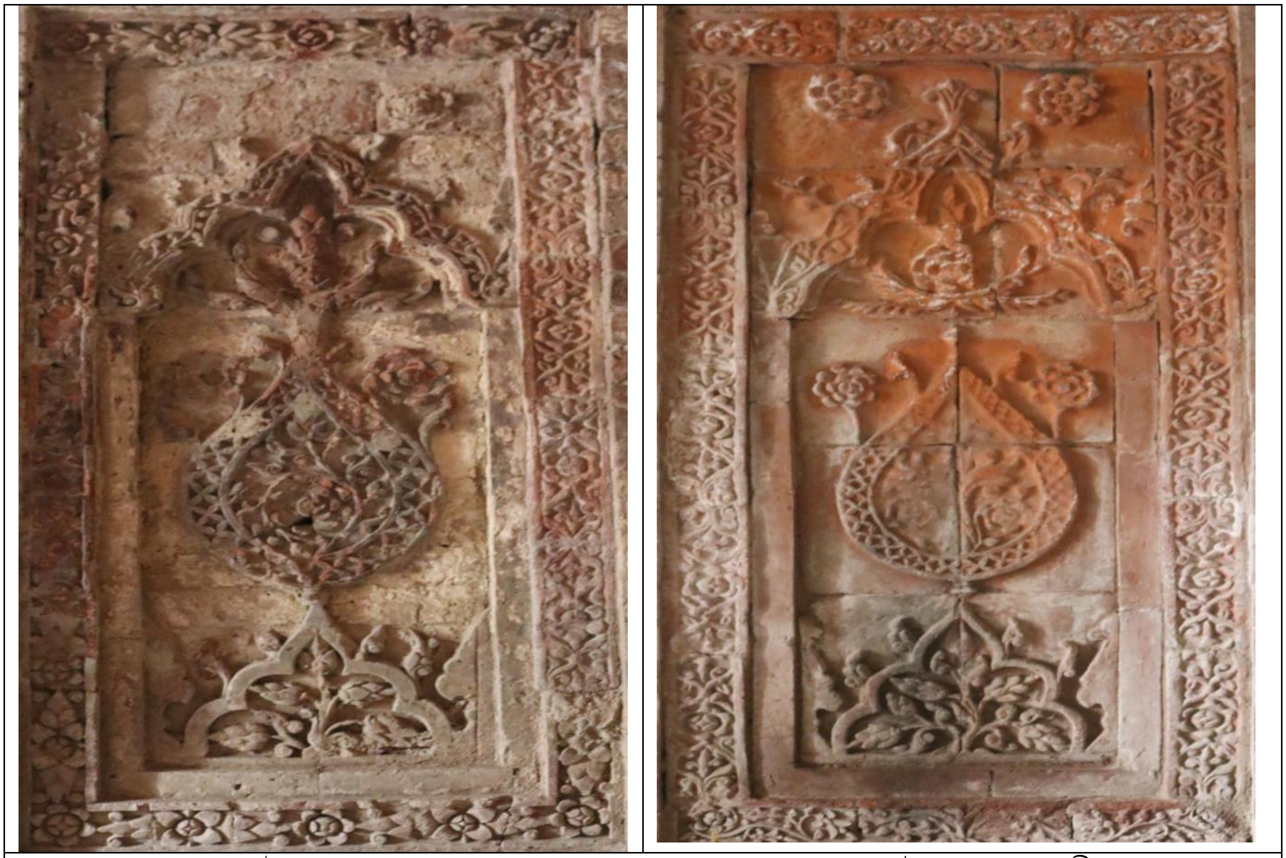

গাবেকডাঙ্গা মনুমেন্টের আয়তক্ষেত্রকার প্যানেলের মধ্যে আরবেক্স নকশা । একই নকশা রজশাহী জেলার বাঘা মসজিদ ও ফরিদপুর জেলার মজলিশ-ই-আউলিয়া মসজিদেও দেখা যায় ।

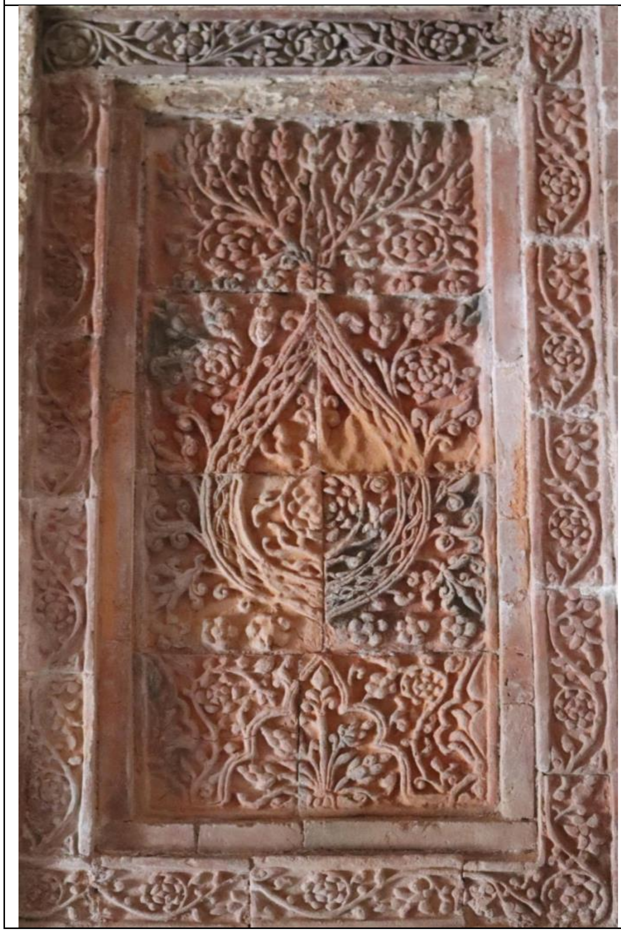

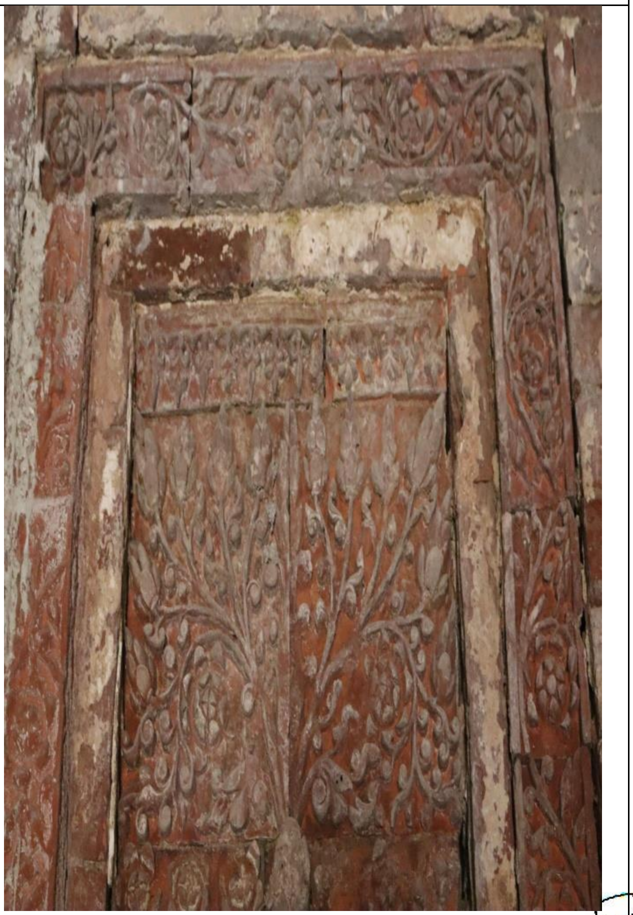

কেন্দ্রীয় প্যানেলটির উভয় পাশে থাকা ছোট আকৃতির প্যানেলের বেশিরভাগ অলঙ্কারগুলিই ঘন পাতাযুক্ত গাছপালা, ফল এবং ফুল নকশায় শোভিত করা হয়েছে। নিচের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় প্যানেল, এবং পশ্চিম দেয়ালে বিভিন্ন অলঙ্কার চিত্রিত করে। এই অলঙ্কারগুলি উল্লম্ব ক্রমে চিত্রিত মাল্টি-ফয়েল খিলানগুলিকে মধ্যে একটি খাড়া শৈলীযুক্ত পাতা রয়েছে।

কার্নিশের নীচের(উত্তরের) দেয়ালের গাত্রে টেরাকোটা গাছপালাসহ ছিদ্রযুক্ত আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলদ্বারা বিভক্ত করা হয়েছে, এতে রোসেট সহ খাড়া এবং উল্টানো বহুভাজ খিলান নকশা দৃশ্যমান। প্রার্থনা কক্ষের দক্ষিণ প্রাচীরটি অলংকরণ বিহীন হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকগণ মনে করেন অতীতে এ দেয়ালটি অনুরূপ নকশা দ্বারা অলংকৃত ছিল।

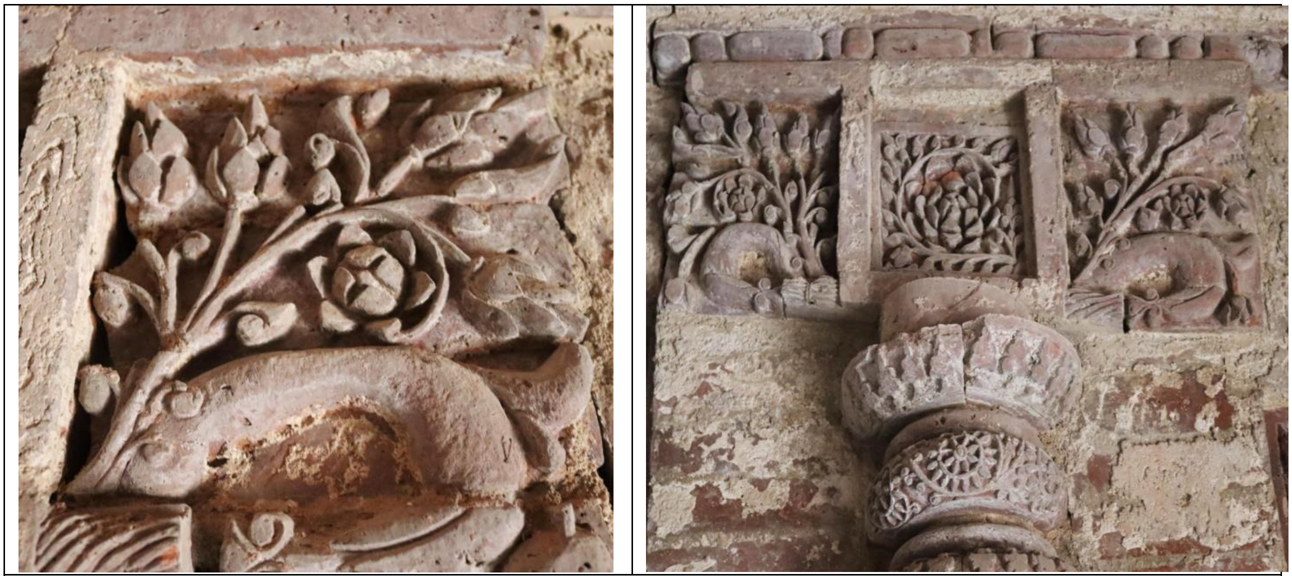

সাবেকডাঙ্গা মনুমেন্টের অভ্যন্তরীন দেয়ালে অলংকরণশৈলী

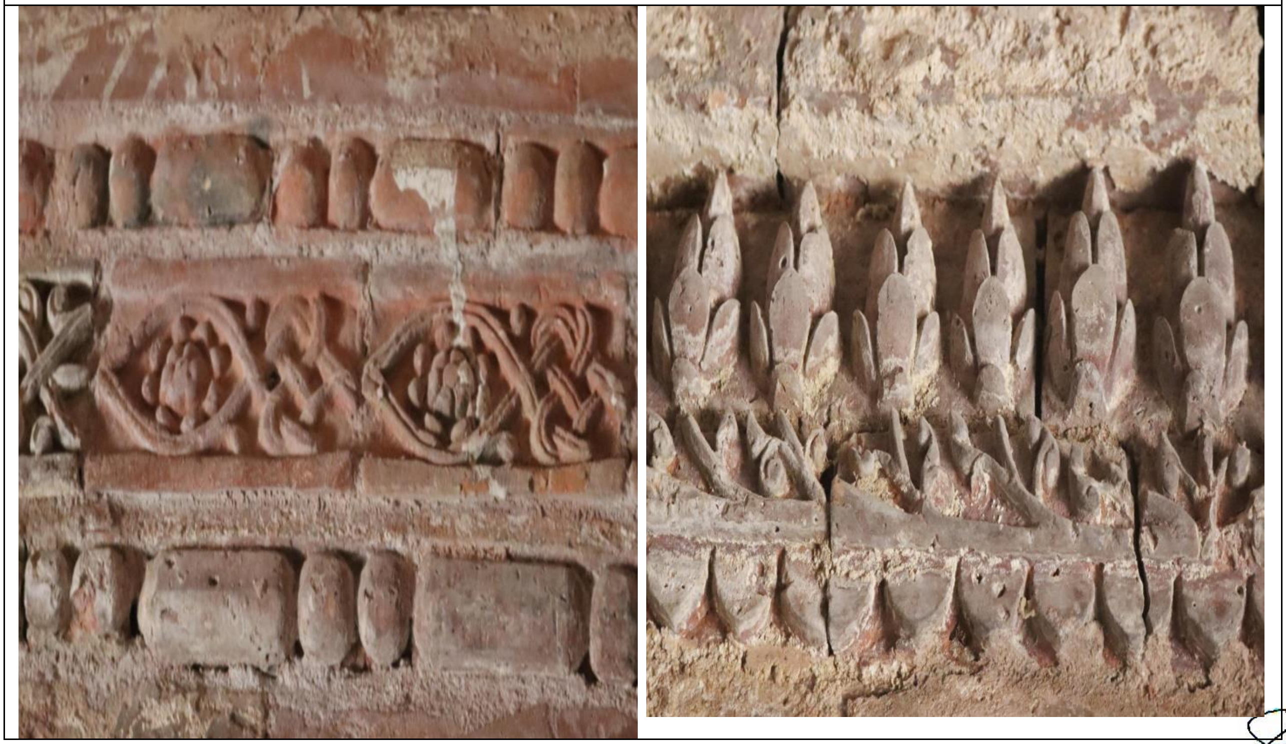

উত্তর প্রাচীরঃ

ভল্ট সফিটটি একসময় প্রায় অনুসারে স্থাপন করা প্রক্ষিপ্ত ইটের উল্লম্ব এবং অনুভূমিক রেখা দ্বারা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা মধ্যবর্তী ফাকা জায়গা গুলো পোড়ামাটির রোসেট দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

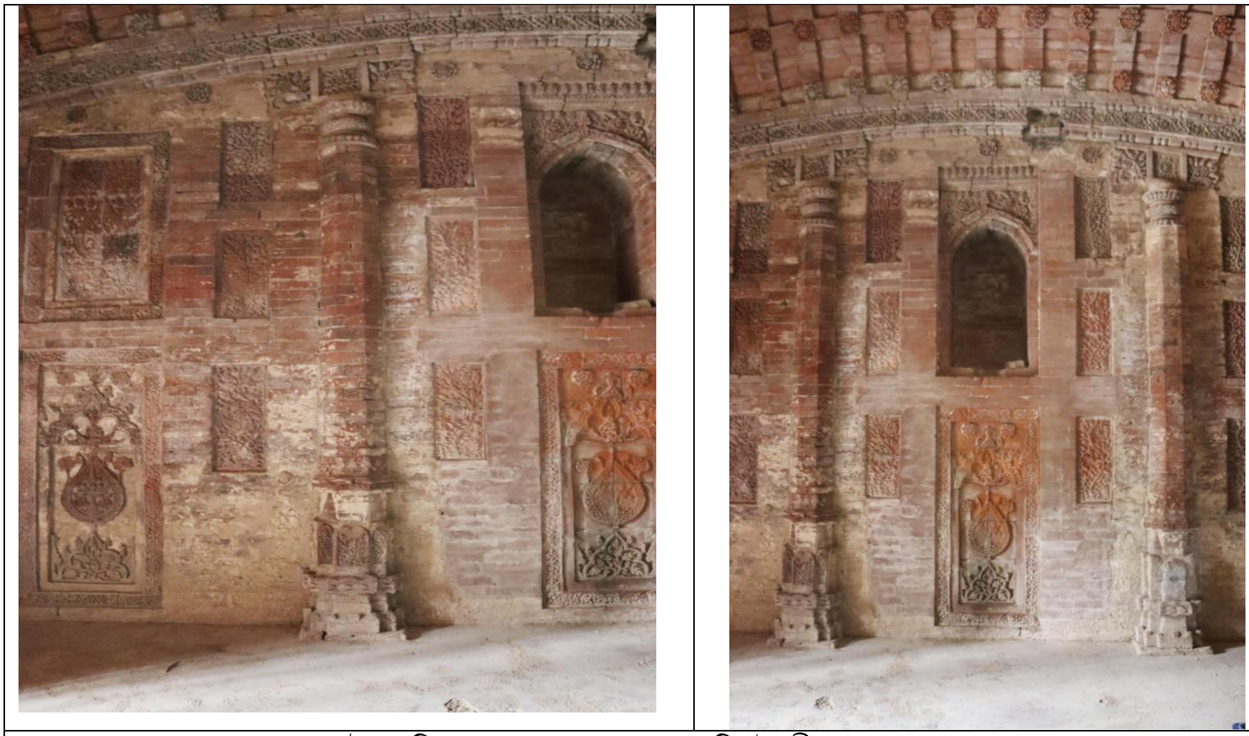

মনুমেন্টের পশ্চিম দেয়ালের মনোমুগ্ধকর শিল্পশৈলী ও অলংকরণ দৃশ্য

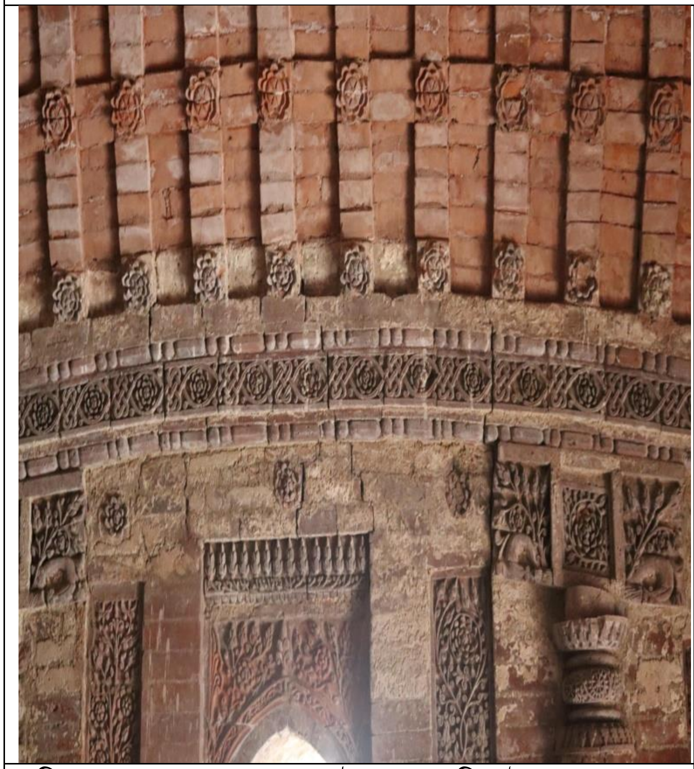

দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশদ্বারের উপরে ফোলিয়েট নকশা

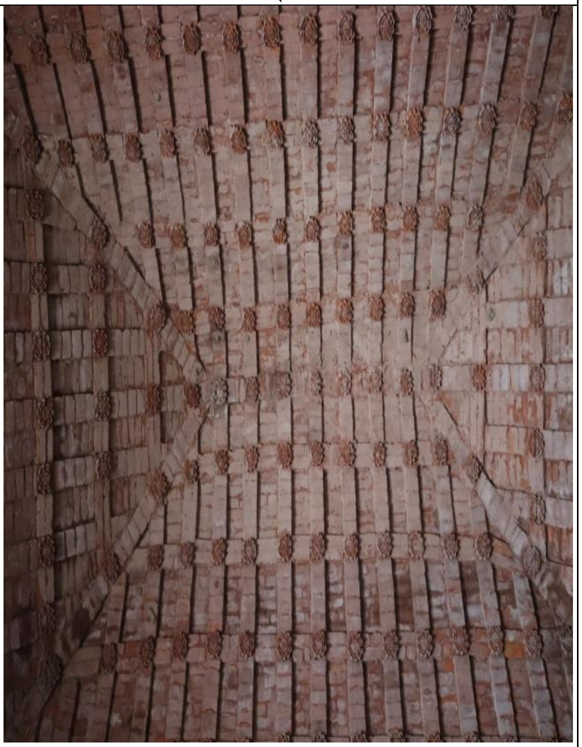

আয়তাকার কাঠামোর উপর চৌচালা ছাদের নয়নাভিরাম শিল্প অলংকরণ

সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

সাবেকডাঙ্গা প্রার্থনা কক্ষের স্থাপত্য কাঠামো এবং অলঙ্করণ শেলী উভয়ই এর প্রকৃত ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সনাক্তকরণ এবং সময়কাল নির্ধারণে সমস্যা তৈরি করেছে। যদিও খলিফাতাবাদের অন্যান্য নির্দশনের মত এর কর্নার বুরজ ও গম্বুজের অস্তিত্ব নেই। আয়তাকার কাঠামোর উপর একটি খিলানযুক্ত ছাদের দৃষ্টান্তটি খলিফাতাবাদ স্থাপত্যে সম্পূর্ণ ভল্টিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী একক উদাহরণ সৃষ্টি করে।

এই নিদর্শনটির অভ্যন্তরীণ দেয়ালগাত্র সজ্জিত করণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পোড়ামাটির অলঙ্করণ সমানভাবে ব্যতিক্রমী। মাল্টি-ফয়েল আর্চ মোটিফ, রোজেট, ফুলের ফ্রিজ ইত্যাদির চিত্র, গৌড়ের দারাশবাড়ি মসজিদ (১৪৭৯) এবং ধুনিচক মসজিদের (১৪৪৩-৮৬) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। গৌড়ের সৌধগুলি খলিফাতাবাদ নগরীর অধঃপতন পর্বের সমসাময়িক ছিল। পোড়ামাটির তৈরি নিপুণ অলঙ্কারগুলি আশ্চর্যজনকভাবে গৌড়ের শিল্পশৈলীর সাথে সাদৃশ্য প্রকাশের পাশাপাশি প্রাকৃতিক রূপগুলির একটি নিপুণ অধ্যয়নের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে। ১৯৮৫ সালে এটি একটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটিকে সংরক্ষিত ঘোষণা করেছে।

(মো: গোলাম ফেরদীস)
সহকারী পরিচালক